ISSN 2227-5940

JOURNAL of NAZRUL UNIVERSITY

Volume 4 Number 1 & 2
June-December 2016

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh

CamScanner

ISSN 2227-5940
Volume 4 Number 1 & 2 June-December 2016

Published by
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh, Bangladesh
www.jkkniu.edu.bd

Date of Publication
30 December 2017

Cover Design
Rashed Sukhon

Composed by
Rongmilanti
Mymensingh, Bangladesh
01671 452176

Price BDT 250.00 (for teachers, staffs, and others)
BDT 150.00 (for students)
USD 6

CamScanner

Journal of Nazrul University

Editorial Board

Executive Editor

Professor Dr. Musharrat Shabnam
Department of Music

Members

Professor Dr. Md. Nazrul Islam
Department of Economics

Professor Dr. Bijoy Bhushon Das
Department of English Language and Literature

Professor Dr. Md. Shahabuddin
Department of Bangla Language & Literature

Professor Dr. Md. Zahidul Kabir
Department of Music

Md. Bakhtiar Uddin
Department of Economics

Kazi Md. Shahiduzzaman
Department of Electrical & Electronic Engineering

Associate Editor

Shohel Rana
Department of Finance and Banking

CamScanner

Contents

SL	Author(s)	Title of Article	Page No.
01	ড. মুশাররাত শবনম	সংগীতে রস ভাবনা	07
02	মোঁহাম্মদ মেহেদী উল্লাহ	বাংলাদেশের ছোটগল্পে লোক-জীবনের 'সংকট' সংস্কৃতি: ষাটের দশক (১৯৬১-১৯৭০)	19
03	সৈয়দ মামুন রেজা	রক্তকরবী : রবীন্দ্রমননে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট	41
04	আতিজা দীল আফরোজ	নারীর বিকল্প মতাদর্শ ও নাগরিক কিংবদন্তি	51
05	নুসরাত শারমিন	অনুকরণ ও অনুপ্রেরণা: বিনির্মাণ তত্ত্বে থিয়েটারে অভিনয়ের মৌল প্রকৃতি অনুসন্ধান	59
06	দেবাশীষ বেপারী	নজরুলের চিঠিপত্র : প্রসঙ্গ 'প্রেম'	67
07	Md. Masud Chowdhury	Relationship between Liquidity and Financial Performance Indicators in the Banking Industry of Bangladesh	75
08	Monty Adittya Shohel Rana	Implementation of Minimum Capital Requirement of Basel II in Bangladesh	99
09	Uswatun Mahera Khushi	Heritage Conservation through Revival and Management: A Case Study on "Panam Nogor",Sonargaon, Narayanganj	113
10	K. M. Mahmudul Haque	Curing and Caring: A Contextual Analysis of Urban Folk Healing	125
11	Asif Ekbal Arif Md. Abdur Rahman Md. Asaduzzaman	The Cultural Interpretation of Eye Illness: A Medical Anthropological Study in Rural Bangladesh	135
12	Sharmin Begum	E-Governance Practices at Rural Local Level: A Study on Union Digital Centres (UDC) of Sylhet	145
13	Mohammad Milon Md. Jahangir Alam	The Underlying Reasons for Business Graduates' Job Failure and Their Career Challenge: Bangladesh Perspective	161
14	Md. Ahsan Kabir	Kiron Bedhi's 3C Model: A Critical Review of Modern Approach in Prison Administration of Bangladesh	175
14	Antara Mahbub	Work Family Conflict of Working Women in Bangladesh: Causes and Consequences	185
16	Dr. Bijoy Bhushon Das	English at Alim in Madrasahs of Mymensingh	197
17	Muhammad Mahbubur Rahman	Women's Rights in Islam: An Analysis	213

CamScanner

Journal of Nazrul University
Volume 4 Number 1 & 2 June-December 2016
ISSN: 2227-5940

নজরুলের চিঠিপত্র : প্রসঙ্গ 'প্রেম'

দেবাশীষ বেপারী *

সার-সংক্ষেপ

মনের ভাব, অনুভূতি আদান-প্রদান কিংবা সংবাদ প্রেরণ বা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ইত্যাদি কারণে সমাজসম্পৃক্ত মানুষ চিঠি লিখে থাকে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে লেখকের বৃত্তি ও প্রবৃত্তির রূপ ও প্রকৃতি ধরা পড়ে। ফলে লেখককে চিনে নেওয়া যায় সহজেই। তাই ইতিহাসখ্যাত সৃষ্টিশীল মানুষের চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই বৃত্তি ও প্রবৃত্তির যে প্রকাশ লক্ষ করা যায় তা পাঠককুল 'উদবৃত্ত প্রকাশ' হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এই 'উদবৃত্ত প্রকাশে'ও পাঠক লেখকের অন্তর্বৃত্তের সন্ধান লাভ করতে পারেন। আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিতান্ত খেয়ালের বশে অনিয়মিতভাবে চিঠি লিখতেন। মাঝে মধ্যে অন্যের পাঠানো চিঠির জবাব দিতেন। তাঁর চিঠিতে রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমকাল, ভেদ-অভেদ, ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে। তিনি পত্রোপন্যাস এবং পত্র-গল্পও লিখেছেন। নজরুল দ্রোহের কবি যেমন, তেমন তিনি প্রেমের কবি। কবিতা ও গানের মতোই চিঠিপত্রেও তাঁর এই পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে চিঠিপত্রের আলোকে নজরুলের প্রেমভাবনা, প্রেমাকাঙ্ক্ষা, প্রেমানুভূতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রেমসম্পর্কিত নজরুলের অন্তর্জীবনার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে।

সমাজবদ্ধ মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। মানুষের এই পারস্পরিক যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের পাশাপাশি মানুষ নতুন নতুন মাধ্যম ব্যবহার শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পত্র। প্রাত্যহিক জীবনে, জীবনের প্রয়োজনে দূরের কোনো ব্যক্তির সাথে ভাব বা সংবাদ বিনিময়ের জন্য যা লিখিত হয় তাইই পত্র। মানুষ প্রাচীনকালে গাছের পাতা, ভূর্জপত্র, গাছের ছাল, পশুর চামড়া বা ধাতব পাত্রে মনের ভাব লিখে রাখতো। (খন্দকার মুজাম্মিল হক ২০১২ : ১৪৩) এই পাত্র, পাতা বা পত্রে লিখতো বলে এর নাম পত্র, আধুনিককালে আমরা একে চিঠিও বলে থাকি। বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজেই বাংলা গদ্যের প্রথম লিখিত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কোচবিহারের রাজা মহারাজ নরনারায়ণ আহোম রাজের উদ্দেশ্যে বৃত্তিধারী কোনো 'লেখক' বা সভাপণ্ডিতকে দিয়ে একটি পত্র লিখিয়েছিলেন ১৫৫৫ সালে। এটিই বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন। বাংলা গদ্যের এই আদি নিদর্শন থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, বাঙালি এরও আগে থেকে চিঠিপত্র লিখে অভ্যস্ত। তবে উনিশ ও বিশ শতকে বিশ্ব জুড়ে চিঠিপত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছিলো। বর্তমানে টেলিফোন, সেল ফোন, ইন্টারনেট তথা ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে চিঠিপত্রের ব্যবহার কমে এসেছে, তবে এর গুরুত্ব কমেনি। বিষয় অনুসারে তিন ধরনের চিঠির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেমন, ব্যক্তিগত পত্র, ব্যবহারিক পত্র এবং বাণিজ্যিক পত্র। ব্যক্তিগত পত্র লেখকের ব্যক্তিগত ইতিহাসের দলিল। এই পত্রে ব্যক্তিমনের আলোকরেখার বর্ণালী রঙ ফুটে ওঠে। এ ধরনের পত্রে লেখককে তাঁর একান্ত নিজস্ব স্বভাবে চিনে নেওয়া যায়। (সৌমিত্র শেখর ২০১৩ : ১৯)

মনের অভিপ্রায়, আকুতি, আর স্বপ্ন বহুদিন বেঁধে রাখা যায় চিঠিপত্র। চিঠিপত্রকে তাই মনের ভাব বহনের মাধ্যম হিসেবে মানুষ সুদীর্ঘ কাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডায়েরির সাথে চিঠিপত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। ডায়েরিতে যেভাবে লেখক মনের গহীনের সত্যপাঠ তুলে ধরেন তেমনই চিঠিতেও পাওয়া যায় লেখকের একান্ততা। আংশিক ও পূর্ণ মিলিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের মাত্র ৮৮টি চিঠি পাওয়া গেছে। এই ৮৮টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকার জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

CamScanner

নজরুল রচনাবলী ৯ম খণ্ডে। অন্যদিকে নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা *নজরুলের পত্রাবলী* (১৯৯৫) নামে সংকলন গ্রন্থে ৭৭টি চিঠি প্রকাশ করেছে। কবি নজরুলের নিয়মিত চিঠি লেখার অভ্যাস ছিলো কম। বিশেষত চিঠির উত্তর দেয়ার স্বভাব তাঁর ছিলো না বলা চলে। একান্ত খেয়ালের বশেই তিনি উপর্যুক্ত চিঠিগুলো লিখেছিলেন। (সৌমিত্র শেখর ২০১৩ : ১৯)

নানা বিষয়ে পত্র লিখেছেন নজরুল। তাঁর পত্রে সাহিত্য-শিল্প, ধর্ম-সমাজ-নারীমুক্তি, অর্থকষ্ট, সম্প্রদায়গত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রণয় বা প্রেম, নিজ সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে স্বীয় ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয় ও ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিপত্রে লেখকের ব্যক্তিরূপ, বিশ্বাস, প্রণয়ভাবনা, সমকাল, সংস্কার ইত্যাদি বিষয় ফুটে ওঠে স্বচ্ছ ও নিখুঁৎভাবে। নজরুলের চিঠিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। তিনি একান্তভাবেই চিঠি লিখেছেন, চিঠি লেখার ছলে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেননি। (সৌমিত্র শেখর ২০১৩ : ২৩) নজরুল দ্রোহের কবি, প্রেমের কবি। চিঠিতেও তিনি নিজের প্রেমসত্তার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। নজরুলের গানে ও কবিতায় বিচিত্র রূপে প্রেমসত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়, যেমন- সৌন্দর্য প্রেম, নিসর্গ প্রেম, দেশ প্রেম, রূপকাশ্রয়ী রাধাকৃষ্ণের প্রেম, স্রষ্টার প্রেম ও নরনারীর প্রেম ইত্যাদি। নজরুলের প্রেমের গান ও কবিতায় বিরহকাতরতাই প্রধান রূপে প্রতিভাত হয়েছে। চরিতার্থ ও অচরিতার্থ প্রেমের যে সুখ ও শোক তাঁর যাপিত জীবনকে অধিকার করে রেখেছে তারই রূপ ও প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে। (রহমান হাবিব ২০১৭ : ৪৪) চিঠিপত্রে নজরুলের প্রেমাকাঙ্ক্ষাই প্রবল রূপে ফুটে উঠেছে। নজরুলের প্রেমাকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যাকুলতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিপত্রে। তাঁর প্রথম স্ত্রী আসার খানম (নার্গিস)-এর নিকট একটি মাত্র পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে ধরা পড়েছে নজরুলের প্রেয়সীকে পেয়েও হারানোর নির্মম বেদনা।

১৩২৮-এর ৩রা আষাঢ় নজরুল ইসলামের সঙ্গে আসার খানম (নার্গিস) ওরফে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়। এই বিবাহ স্থায়ী হয়নি। তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। কবি নজরুল পরে ১৯২৪-এর ২৪শে এপ্রিল প্রমীলাকে বিয়ে করেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পনেরো বছর পর নার্গিস নজরুলকে একটি চিঠি দেন তার উত্তরে নজরুল বহু বছরের গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে নার্গিসকে চিঠিটি লেখেন:

> আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি– তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি 'ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন- বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারে নি। তুমি ভুলে যেওনা আমি কবি–আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের কাপুরুষের আঘাতের মতো নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ, জানিনা) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই। (কাজী নজরুল ইসলাম ২০০৯ : ২৬৩)

চিঠিতে যে ঠিকানা রয়েছে তা এরকম, ১০৬, আপার চিৎপুর রোড, গ্রামোফোন রিহার্সেল রুম, কলকাতা। তারিখ উল্লেখ রয়েছে ১/৭/১৯৩৭ খ্রি.। কাজী নজরুলের জীবন ও সৃষ্টি সম্ভারের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কুমিল্লার দৌলতপুর। কবির দৌলতপুরে আগমন এবং নার্গিসের সঙ্গে প্রেম একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। দৌলতপুরে অবস্থান প্রেম, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও বিরহের ঘটনা নজরুল জীবন ও সৃষ্টি সম্ভারে গভীর প্রভাব ফেলে।

পনের বছর আগে নজরুল যে রূপে নার্গিসকে দেখেছিলেন সে রূপের প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় নার্গিসকে লেখা এই পত্রটিতে। সেই রূপ যদি আর তিনি না খুঁজে পান পনের বছর পরের নার্গিসের মধ্যে তাহলে তিনি গভীর হতাশায় আক্রান্ত হবেন নজরুল। তাই তিনি চিঠিতে লেখেন:

> তোমার আজকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবী মূর্তির মত আমার হৃদয়বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, সে দিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ- দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদীপীঠ।... জীবন ভরে সেখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি,

CamScanner